রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৯ সনের ১৬ নং

# বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, এপ্রিল ১৮, ২০১৯

## সূচীপত্র


| | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| ১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ২০১—২০৬ |
| ২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ৩৮৫—৪০৮ |
| ৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই |
| ৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি। | নাই |
| ৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি। | নাই |
| ৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ। | ২২৩১—২২৭০ |
| ৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ। | নাই |
| ৮ম খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ। | নাই |
| ক্রোড়পত্র—সংখ্যা | |
| (১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী। | নাই |
| (২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| (৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব। | নাই |
| (৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব। | নাই |
| (৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান। | নাই |
| (৬) ...............ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা। | নাই |


## ১ম খণ্ড

## গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারিকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

**জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়**

**শৃঙ্খলা-১(১) অধিশাখা**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ১৫ ফাল্গুন ১৪২৫/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

**নং ০৫.১৮০.২৭.০২.০০.০০৯.২০১৭-৯৫**—যেহেতু, জনাব এস. এম. রেজাউল করিম, বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (উপসচিব), ঢাকা হিসেবে ১৫-০৫-২০১৬ হতে ১৪-০১-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালে ২৪-১১-২০১৬ তারিখের ডিইও/ঢাকা/কৃষি/ মদনগঞ্জ/৫৫৪২ নং স্মারকমূলে বাংলাদেশ রেলওয়ের নারায়ণগঞ্জ জেলার মদনগঞ্জ মৌজার ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৮০৪ ও ৮০৬ নং আর এস দাগের ১৭.২০১৫ একর ভূমি এবং একই তারিখের ডিইও/ঢাকা/কৃষি/ মদনগঞ্জ/২৩২৭ নং স্মারকমূলে ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮৪৮, ৮৫০, ৮৫৫ ও ৮৫৯ নং আর এস দাগের ১০.০৬৯৪ একর ভূমিসহ সর্বমোট ২৭.২৭০৯ একর ভূমি বাংলাদেশ রেলওয়ের জমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ১৫-০৩-২০০৬ তারিখে জারীকৃত নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ না করে অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়ার অভিপ্রায়ে ইঞ্জিঃ মোঃ আবদুর রশিদের অনুকূলে কৃষি লাইসেন্স প্রদান করা, অসৎ উদ্দেশ্যে ২৭.২৭০৯ একর কৃষি লাইসেন্স প্রদানকৃত জমির মধ্যে ৩.০০ একর জলাশয় শ্রেণিভুক্ত ভূমি থাকা সত্ত্বেও উক্ত নীতিমালার ৫.২.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিলামের মাধ্যমে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সরাসরি কৃষি লাইসেন্স প্রদান করা এবং উক্ত নীতিমালার ৫.১.৩, ৫.২.১ এবং ৫.৩.১ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী কার্যক্রম গ্রহণ করে বাংলাদেশ রেলওয়ের তথা সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে কারণ দর্শাতে বলা হয়;

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, জনাব এস. এম. রেজাউল করিম উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান না করে মাননীয় হাইকোর্টে ১৭০৭৫/২০১৭ নম্বর রিট পিটিশন দায়ের করেন। অভিযুক্ত কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জবাব দাখিল না করায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(৩) বিধি অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা/তদন্ত বোর্ড নিয়োগের বিধান থাকায় জনাব মোঃ লাইসুর রহমান (পরিচিতি নং-৫৩৮৫) যুগ্মসচিব (সওব্য-২), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে ২০-১২-২০১৮ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, জনাব এস. এম. রেজাউল করিম-তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হন নি; এবং

যেহেতু, প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে তিনি সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণ" এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত না হওয়ায় এ বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগের দায় হতে তাকে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব এস. এম. রেজাউল করিম (পরিচিতি নং-৬৬৬০) প্রাক্তন বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেলওয়ে, ঢাকা বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (উপসচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী যথাক্রমে "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণ" এর অভিযোগের দায় হতে একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি মোতাবেক অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**ফয়েজ আহম্মদ**
সচিব।

---

**অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ**
**অর্থ মন্ত্রণালয়**
**শাখা-১ (প্রশাসন)**

**প্রজ্ঞাপন**

তারিখ : ০৪ পৌষ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/১৮ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

**নং ০৮.০০.০০০০.০৩৯.৭২.০০২.১৬(অংশ-২).৪৬০**—এ বিভাগের SDG সম্পর্কিত কার্যক্রম সূচারুরূপে চলমান রাখার স্বার্থে নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি পুনঃগঠন করা হলো :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | জনাব মোহাম্মদ আবদুছ ছবুর চৌধুরী, যুগ্মসচিব | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | ফোকাল পয়েন্ট |
| ২। | জনাব মোঃ জাফর ইমাম, উপপরিচালক | জাতীয় রাজস্ব বোর্ড | সদস্য |
| ৩। | জনাব মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, উপপরিচালক | জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৪। | ডা. মোঃ হামিদুল হক, উপসচিব | অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ | সদস্য-সচিব |

২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**ডা. মোঃ হামিদুল হক**
উপসচিব।

**যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়**
**ক্রীড়া-১ শাখা**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ : ১৫ ফাল্গুন ১৪২৫/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

**নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০১০.২০১৬-৫৪**—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর ২০ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড এন্ড স্নুকার ফেডারেশনের বর্তমান সভাপতি জনাব আফজালুর রহমান সিনহা-কে বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড এন্ড স্নুকার ফেডারেশনের সভাপতি পদের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

**নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০১০.২০১৬-৫৫**—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর ২০ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্-কে বাংলাদেশ বিলিয়ার্ড এন্ড স্নুকার ফেডারেশনের সভাপতি পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

**নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০১০.২০১৬-৫৬**—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর ২০ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের বর্তমান সভাপতি এডমিরাল নিজাম উদ্দিন আহমেদ, এনবিপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি-কে বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের সভাপতি পদের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

**নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০১০.২০১৬-৫৭**—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর ২০ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বর্তমান নৌবাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল আবু মোজাফফর মহিউদ্দিন মোহম্মদ আওরঙ্গজেব চৌধুরী, এনবিপি, ওএসপি, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি-কে বাংলাদেশ সাঁতার ফেডারেশনের সভাপতি পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

**নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০১০.২০১৬-৫৮**—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর ২০ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের বর্তমান সভাপতি জেনারেল আজিজ আহমেদ, বিজিবিএম, পিবিজিএম, বিজিবিএমএস, পিএসসি, জি-কে বাংলাদেশ অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের সভাপতি পদের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

**নং ৩৪.০০.০০০০.০৭১.০১০.২০১৬-৫৯**—জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ আইন, ১৯৭৪ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর ২০ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল কাজী শরীফ কায়কোবাদ-কে বাংলাদেশ অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের সভাপতি পদে নিয়োগ প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মাহমুদা**
সিনিয়র সহকারী সচিব।

## সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

### প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৩ ফাল্গুন ১৪২৫/০৭ মার্চ ২০১৯

**নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৫১.১৫-৮২**—১৯৬৮ ইং সালের (১৯৭৬ ইং সালে সংশোধিত) প্রত্নসম্পদ আইনের ১০ ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ বলিয়া ঘোষণা করা হলো :

| ক্রমিক নং | প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি | প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ | | | জমির পরিমাণ (একরে) | চৌহদ্দী | মালিকানার পূর্ণ বিবরণ | প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মৌজার নাম | খতিয়ান নং | দাগ নং | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১। | চারুলিয়া হযরত মেহমান শাহ (রঃ) মাজার সংলগ্ন প্রত্নঢিবি গ্রাম-চারুলিয়া উপজেলা-দামুড়হুদা জেলা-চুয়াডাঙ্গা। | ৩৮ নং চারুলিয়া | ৪৩৪ | ৯২৬ | ২.২৫ একর | উত্তরে-বাংলাদেশ সরকারের (পুকুর) দক্ষিণে-লাল্টু (বাড়ী) পূর্বে-সরকারি রাস্তা পশ্চিমে-রাহেলা (মাঠ) | আর.এস রেকর্ডীয়, মালিক-জাহেদা খাতুন জং-আবদুল খাঁ, সাং-চারুলিয়া বর্তমানে ০৩-০৫-১৯৯৪ তারিখের ২৫০৮ নং দলিলে মোঃ আশরাফ আলী, পিং-মোঃ আলীম উদ্দিন সাং-চারুয়া ০.২৫ একর জমির মালিক। ০৩-০৫-১৯৯৪ তারিখের ২৫০৭ নং দলিলে<br>১) মোঃ আলীম উদ্দিন<br>২) মোঃ মনোরুদ্দিন<br>৩) মোঃ আজিম উদ্দিন<br>৪) মোঃ উজ্জল হোসেন<br>সর্ব পিং-মৃত রেজাউল সাং চারুলিয়া-২.০০ একর জমির মালিক | উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ভূমির মালিকগণ মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত আছেন। | |

তারিখ : ২৬ ফাল্গুন ১৪২৫/১০ মার্চ ২০১৯

**নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১৯৯.১৮-৮৫**—১৯৬৮ ইং সালের (১৪ নং আইন) (১৯৭৬ ইং সালে সংশোধিত) পুরাকীর্তি আইনের ১০ নং ধারার (১) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসিলভুক্ত প্রত্নসম্পদ "সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ" বলিয়া ঘোষণা করা হলো :

| ক্রমিক নং | প্রত্নসম্পদের অবস্থান ও পরিচিতি | প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ | | | জমির পরিমাণ (একরে) | চৌহদ্দী | মালিকানা | প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মৌজা | খতিয়ান নং (এস.এ) | দাগ নং | | | | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১। | নাওডাঙ্গা শিব মন্দির গ্রাম : নাওডাঙ্গা ইউনিয়ন : নাওডাঙ্গা ডাকঘর : নাওডাঙ্গা উপজেলা ফুলবাড়ী জেলা : কুড়িগ্রাম। | নাওডাঙ্গা | ১ | ৪০২ | ০.০২ | পূর্বে-সরকারি খাস পুকুর পশ্চিমে-পাকারাস্তা উত্তরে-পুকুর পাড় দক্ষিণে-পুকুর পাড় | সি,এস, এস এ ও আর এস রেকর্ড মোতাবেক মালিক জেলা প্রশাসক কুড়িগ্রাম। | পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণ করার নিমিত্ত হস্তান্তর করা যেতে পারে। | |

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**শাহানা জামান**
উপসচিব।

**স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়**
**জননিরাপত্তা বিভাগ**
**শৃঙ্খলা-২ শাখা**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ : ৩০ মাঘ ১৪২৫/১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৫.১৭-৩০**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (বিপি নং-৮১১৩১৫৯৩৪৪), সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ অধিদপ্তর, ঢাকা (সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার, বাউফল সার্কেল, পটুয়াখালী) এর বিরুদ্ধে পটুয়াখালী জেলার বাউফল থানার মামলা নং-২১, তারিখ : ২৩-০১-২০১৭ এর এজাহার নামীয় গ্রেফতারকৃত আসামী এম হাফিজুর রহমান ওরফে বিজয়কে গত ১২-০২-২০১৭ তারিখ দিবাগত রাত অনুমান ১২.৩০ টার সময় থানা হাজত হতে বের করে অফিসার ইনচার্জ বাউফল থানার অফিস কক্ষে এনে বেধড়ক মারপিট করে শারীরিক নির্যাতন ও জখম করার খবর দৈনিক জনকণ্ঠসহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে দায়েরকৃত রিট পিটিশন নং-২২৮৮/২০১৭ মামলায় তাকে ইউনিট হতে প্রত্যাহারপূর্বক তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুর নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অপরাধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। উক্ত বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ০১-০৩-২০১৮ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১৫.১৭-১৩ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২৭-০৩-২০১৮ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ০৭-০৮-২০১৮ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে এবং লিখিত জবাবে তিনি জানান যে, ১২-০২-২০১৭ তারিখ দিবাগত রাত্রে বিট/ওয়ার্ড পুলিশিং কার্যক্রম ও নাইট পেট্রোল বিষয়ে বাউফল থানায় গিয়ে গ্রেফতারকৃত আসামী বিজয়কে বিধি মোতাবেক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি জানান যে, আসামী উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে তাকে হয়রানি ও বাউফল সার্কেল থেকে সরানোর উদ্দেশ্যে নির্যাতনের অভিযোগ এনে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। তিনি আরো জানান যে, তিনি কোন অপরাধ করেন নি এবং অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, মহামান্য হাইকোর্ট এর পর্যবেক্ষণ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সার্কেল এএসপি হিসেবে বাউফল থানায় কর্মকালে মোছাঃ জোসনা বেগম এর ছেলে মোঃ হাফিজুর রহমান ওরফে বিজয়কে থানা হাজতে নির্যাতন করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

০৪। সেহেতু, অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনায় ও সার্বিক পর্যালোচনায় জনাব মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর প্রমাণিত অভিযোগ এবং নবীন কর্মকর্তা হিসেবে তার ভবিষ্যত কর্মজীবনের সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০১ ফাল্গুন ১৪২৫/১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২.০৬২.১৬-৩১**—যেহেতু, জনাব এ.এস.এম আজাদ (বিপি নং-৬৩৮৮০০৫৮৭৬), সহকারী পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা (সাবেক অফিসার ইনচার্জ, গোয়েন্দা শাখা, বান্দরবান) বান্দরবান জেলায় কর্মকালে লামা থানার মামলা নং-০৩ তারিখ : ০৬-০৯-২০১৩ এ হত্যা মামলাটি দীর্ঘদিন তদন্ত করে আসামী (১) মোঃ অলি গাজী ও (২) জোৎস্না বেগম এর বিরুদ্ধে লামা থানার অভিযোগপত্র নং-২৫, তারিখ : ০৪-০৫-২০১৪ দাখিল করেন। তিনি মামলার গ্রেফতারকৃত ও অভিযোগপত্রে অভিযুক্ত আসামী মোঃ অলি গাজী কর্তৃক বিজ্ঞ আদালতে দেয়া জবানবন্দিতে প্রকাশিত আসামী মিরাজ, মানিক, রিপন, রবিউল এবং নরুল ইসলামের বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত না করে তাদের কাউকে অভিযুক্ত না করে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। বিজ্ঞ আদালত গত ০৫-০৮-২০১৫ তারিখের আদেশমূলে নারাজী আবেদন গ্রহণ করে মামলাটি পুনঃতদন্তের জন্য সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকাকে নির্দেশ প্রদান করেন এবং অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তদপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অপরাধে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক এ বিভাগের গত ০৮-১২-২০১৬ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৯৪.০২. ০৬২.১৬-১৫১৯ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ০৯-০১-২০১৭ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদান করেন এবং গত ২৬-০২-২০১৭ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়।

২। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিকালে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় বিভাগীয় মামলাটিতে তদন্ত পরিচালিত হওয়া সমীচীন মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় গত ২০-০৪-২০১৭ তারিখ জনাব মহিউদ্দিন মাহমুদ সোহেল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, চট্টগ্রামকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ০৯-০৪-২০১৮ তারিখ প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিবেদনে মামলাটি তদন্তকালে অভিযুক্ত কর্মকর্তা দায়সারা, দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত করেছেন মর্মে মতামত প্রদান করেন।

৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও

প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় ফৌজদারি মামলার আসামী ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবাবনবন্দি প্রদান করার পর তদন্ত কর্মকর্তা হিসেবে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬১ ধারায় পরীক্ষান্তে আসামীদের অভিযোগপত্র থেকে অব্যাহতি প্রদান করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা গুরুতর অপরাধ করেছেন। তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে আনীত "অদক্ষতা" ও "অসদাচরণ" এর অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

০৪। সেহেতু, জনাব এ.এস.এম আজাদ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(এ) ও ৩(বি) বিধি বর্তমানে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে "অদক্ষতা" এবং "অসদাচরণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় এবং অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(খ) বিধি মোতাবেক তার "বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি ও পদোন্নতি আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত" রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। ভবিষ্যতে বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত বকেয়া সুবিধাদি প্রাপ্ত হবেন না।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোস্তাফা কামাল উদ্দীন**
সচিব।

---

**রাজনৈতিক অধিশাখা-৪**

**আদেশাবলি**

তারিখ : ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিঃ

**নং স্ব:ম:নির্বাচন-২০(১)/২০০৮(রাজ-৪)-১০২**—আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের শূন্য পদে উপনির্বাচন এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের সম্প্রসারিত অংশে কাউন্সিলর পদে নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে জননিরাপত্তা বিভাগের রাজনৈতিক অধিশাখা-০৬ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৯.০১.০০১.২০১৫-৯০, তারিখ : ২০-০২-২০১৯ এর অনুচ্ছেদ নং-১৮ এর নির্দেশনা মোতাবেক বৈধ অস্ত্র প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্তে The Arms Act, 1878 (Act XI of 1878)-এর ধারা ১৭(ক)(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নোক্ত আদেশ জারি করিল :

(১) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ হতে ০৫ মার্চ ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সকল ধরনের বৈধ অস্ত্রের মালিক/লাইসেন্সধারীগণ কর্তৃক অস্ত্র বহন, অস্ত্র প্রদর্শন এবং অস্ত্রসহ চলাফেরা করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হইল।

(২) যাহারা এই আদেশ লংঘন করিবেন তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

তারিখ : ০৫ মার্চ ২০১৯ খ্রিঃ

**নং স্ব:ম:নির্বাচন-২০(১)/২০০৮(রাজ-৪)-১৩৬**—আগামী ১০ মার্চ, ২০১৯ তারিখে পঞ্চম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন-২০১৯ এর প্রথম পর্বের ভোট গ্রহণ শুরু হবে। ১৮, ২৪ ও ৩১ মার্চ-২০১৯ তারিখে যথাক্রমে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্যায়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে রাজনৈতিক অধিশাখা-০৬ এর স্মারক নং-৪৪.০০.০০০০.০৭৯.০১.০০১.২০১৪-১১৪, তারিখ : ০৫-০৩-২০১৯ দ্বারা জারীকৃত পরিপত্রের অনুচ্ছেদ নং-১৩ এর নির্দেশনা মোতাবেক বৈধ অস্ত্র বহন ও প্রদর্শন নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্তে The Arms Act, 1878 (Act XI of 1878)-এর ধারা ১৭(ক)(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নোক্ত আদেশ জারি করল :

(১) সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় ভোটগ্রহণের পূর্ববর্তী ০৭ (সাত) দিন হতে ভোট গ্রহণের পরবর্তী ০৭ (সাত) দিন পর্যন্ত সকল বৈধ অস্ত্রের লাইসেন্সধারীগণ কর্তৃক অস্ত্র বহণ ও প্রদর্শন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো।

(২) যারা এ আদেশ লংঘন করবে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের সংশ্লিষ্ট ধারার বিধান মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**আব্দুল জলিল**
উপসচিব।

---

**আইন-২ শাখা**

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ : ১৫ ফাল্গুন ১৪২৫/২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.১৯-১৭৩**—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার মামলা নং-১১, তারিখ : ১০-০৩-২০১৪ এ পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা চৌদ্দগ্রাম মডেল থানাধীন এলাকায় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন না হওয়ার ষড়যন্ত্র, জননিরাপত্তা বিঘ্নমূলক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে পরিচালনা করে নির্বাচনী অফিস ভাংচুর করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.১৯-১৭৪**—কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম মডেল থানার মামলা নং-১৮, তারিখ : ১৩-১১-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জিহাদী বই, মোবাইল সীম ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে প্ররোচিত করার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন/২০০৯ এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.১৯-১৭৫**—বগুড়া জেলার গাবতলী মডেল থানার মামলা নং-১০, তারিখ : ০৯-০৩-২০১৭ এ জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, নাশকতার পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে গোপন বৈঠক এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের হত্যার পরিকল্পনাসহ জিহাদী বই দখলে রাখার অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.১৯-১৭৬**—বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার মামলা নং-০৫, তারিখ : ০৯-০৬-২০১৭ এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত পিস্তল, গুলি, গান পাউডার, চাকু ও অন্যান্য জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা পরস্পর যোগসাজসে দেশের মধ্যে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টিসহ সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্দেশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, গান পাউডার ও ধারালো চাকু নিজ হেফাজতে রাখারা অপরাধে জড়িত।

তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**তাহমিনা বেগম**
উপসচিব।

**প্রজ্ঞাপনসমূহ**

তারিখ : ২৩ ফাল্গুন ১৪২৫/০৭ মার্চ ২০১৯

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০১৮-১৮৮**—ঢাকা জেলার শাহবাগ থানার মামলা নং-৫১(০২)১৫, তারিখ : ২৬-০২-২০১৫ এ হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ এবং ঘটনাস্থল হতে জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করার অপরাধে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

**নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০১৩.২০১৮-১৮৯**—ঢাকা জেলার কাফরুল থানার মামলা নং-৩১(০২)১৮, তারিখ : ১২-০২-২০১৮ এ স্বাক্ষ্য প্রমাণ, ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা ও জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে এবং পুলিশী তদন্তে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, আসামীরা নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠনের অনুসারী হয়ে জঙ্গি ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রমের পরিকল্পনাসহ পুলিশের উপর আক্রমনের সাথে জড়িত।

২। তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করার লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্দ্বারা সরকারের পূর্বানুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

**মোঃ মজিফুল ইসলাম**
সহকারী সচিব।